

**তফসিল**  
**বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সংবিধি**  
**[ধাৰা ৩৬ (২) দ্রষ্টব্য]**

**১। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছুই না থাকিলে, এই সংজ্ঞা  
সংবিধিতে-**

- (ক) “আইন” অর্থ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম  
বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৬; এবং
- (খ) “সিভিকেট”, “একাডেমিক কাউন্সিল”, “কর্তৃপক্ষ”,  
“কর্মকর্তা”, “অধ্যাপক”, “সহযোগী অধ্যাপক”, “সহকারী  
অধ্যাপক”, “প্রভাষক”, “কর্মচারী” এবং “রেজিস্ট্রারভুক্ত  
গ্রাজুয়েট” অর্থ যথাক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিকেট,  
একাডেমিক কাউন্সিল, কর্তৃপক্ষ, কর্মকর্তা, অধ্যাপক,  
সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক, কর্মচারী  
এবং রেজিস্ট্রারভুক্ত গ্রাজুয়েট।

**২। (১) কোন অনুষদ উহার তীন এবং অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের সকল অনুষদ  
শিক্ষক সমষ্টিয়ে গঠিত হইবে।**

**(২) প্রত্যেক অনুষদের একটি নির্বাহী কমিটি থাকিবে যাহা নিম্নবর্ণিত  
সদস্যগণ সমষ্টিয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ-**

- (ক) তীন, যিনি ইহার সভাপতি ও হইবেন;
- (খ) অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের বিভাগীয় প্রধানগণ;
- (গ) অনুষদের দশ জন অধ্যাপক, যাহারা ভাইস-চ্যাপেলের কর্তৃক  
পালাক্রমে মনোনীত হইবেন;
- (ঘ) অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধানগণ ব্যতীত অনুষদের বিভিন্ন  
বিষয়ের পাঁচজন শিক্ষক, যাহারা একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক  
মনোনীত হইবেন;
- (ঙ) অনুষদের বিষয় নহে অথচ একাডেমিক কাউন্সিলের মতে  
অনুষদের বিষয়ের সহিত গুরুত্বপূর্ণভাবে সম্পর্কযুক্ত এমন  
বিষয়ে অধিক তিনজন শিক্ষক, যাহারা একাডেমিক  
কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত হইবেন; এবং
- (চ) অনুষদের এক বা একাধিক বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানসম্পদ দুইজন  
ব্যক্তি, যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন চাকুরীতে নিয়োজিত  
নহেন এবং একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

(৩) নির্বাহী কমিটিতে মনোনীত সদস্যগণ তাঁহাদের নিয়োগের তারিখ হইতে দুই বৎসর মেয়াদের জন্য সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

(৪) এই আইনের বিধান এবং একাডেমিক কাউন্সিলের উপর অর্পিত ক্ষমতা সাপেক্ষে, প্রত্যেক অনুষদের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা থাকিবে -

- (ক) অনুষদের জন্য পাঠ্যসূচী, পাঠ্যক্রম ও অধ্যায়নের বিষয় নির্দিষ্ট করা, প্রত্যেক পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যক্রমের জন্য নম্বর ধার্য করা এবং এতদুদ্দেশ্যে পাঠ্যক্রম কমিটিসমূহ গঠন করা;
- (খ) অনুষদের বিষয়সমূহের পরীক্ষার জন্য একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট পরীক্ষকদের নাম সুপারিশ করা;
- (গ) ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য সম্মান প্রদানের শর্তাবলী একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ করা;
- (ঘ) অনুষদের বিভাগসমূহের শিক্ষক ও গবেষক পদ সৃষ্টির জন্য একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ করা; এবং
- (ঙ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক উহার নিকট প্রেরিত অন্যান্য বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

#### পাঠ্যক্রম কমিটিসমূহ

৩। (১) প্রত্যেক বিভাগে একটি পাঠ্যক্রম কমিটি থাকিবে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক বিভাগের শিক্ষা ও গবেষণা ব্যবস্থাপনার জন্য পাঠ্যক্রম কমিটি ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমষ্টিয়ে পাঠ্যক্রম কমিটি গঠিত হইবে, যথাঃ-

- (ক) বিভাগীয় প্রধান, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;
- (খ) বিভাগের শিক্ষকগণ;
- (গ) অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডীন কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বা উহার সহিত সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের দুইজন শিক্ষক; এবং
- (ঘ) একাডেমিক কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয় বা উহার সহিত সম্পর্কযুক্ত বিষয়ে দুইজন বিশেষজ্ঞ সদস্য, যাহাদের মধ্যে একজন হইবেন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহিত সক্রিয়ভাবে জড়িত ব্যক্তি।

(৪) পাঠ্যক্রম কমিটি পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করিবে এবং অনুষদ, একাডেমিক কাউন্সিল ও বিশ্ববিদ্যালয় বিধি দ্বারা অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবে।

(৫) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিষয়ে শিক্ষা বিভাগ না থাকিলে, অনুষদের ডীন এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডীন কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিষয়ের পাঁচজন শিক্ষক সমন্বয়ে পাঠক্রম কমিটি গঠিত হইবে।

(৬) কমিটিতে মনোনীত সদস্যগণ তাঁহাদের নিয়োগের তারিখ হইতে দুই বৎসর মেয়াদের জন্য সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

(৭) পাঠক্রম কমিটির ক্ষমতা ও দায়িত্ব।-

- (ক) বিভাগীয় পর্যায়ে শিক্ষার কারিকুলাম নির্ধারণে একাডেমিক কাউন্সিলকে পরামর্শ প্রদান করিবে;
- (খ) অনুমোদিত কারিকুলাম অনুযায়ী পাঠ্য তালিকা প্রণয়ন করিবে;
- (গ) বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ছাত্রদের তত্ত্বাবধায়ক কমিটি গঠন ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের জন্য একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ করিবে;
- (ঘ) বিভাগীয় ছাত্রদের গবেষণা সন্দর্ভ বা থিসিস ও অন্যান্য পরীক্ষার পরীক্ষকদের নাম একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ করিবে; এবং
- (ঙ) সিভিকেট বা একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবে।

৪। পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ওয়ার্কস কমিটি নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন পরিকল্পনা, উন্নয়ন  
করিবে, যথাঃ-

- (ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, পর্যালোচনা  
ও মূল্যায়ন এবং এতদ্সম্পর্কে সিভিকেটকে পরামর্শ প্রদান;
- (খ) ঠিকাদার তালিকাভুক্তকরণ, দরপত্র বাছাই ও ঠিকাদারের  
সহিত চুক্তি সম্পাদন;
- (গ) পূর্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন, পূর্ত কর্মসমূহের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ  
ও সমন্বয় সাধন; এবং
- (ঘ) ভাইস-চ্যাসেল অথবা সিভিকেট কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য  
কার্যাদি সম্পাদন।

বাছাই বোর্ড

৫। (১) অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক নিয়োগের জন্য একটি বাছাই বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ-

- (ক) ভাইস-চ্যাসেলর, যিনি ইহার সভাপতি ও হইবেন;
- (খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরের অন্যন্য একজন বিশেষজ্ঞসহ চ্যাসেলর কর্তৃক মনোনীত তিনজন বিশেষজ্ঞ; এবং
- (গ) সিনিকেট কর্তৃক মনোনীত দুইজন বিশেষজ্ঞ, যাঁহাদের মধ্যে একজন হইবেন এমন ব্যক্তি যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন চাকুরীতে নিয়োজিত নহেন।

(২) সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক নিয়োগের জন্য একটি বাছাই বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ-

- (ক) ভাইস-চ্যাসেলর, যিনি ইহার সভাপতি ও হইবেন;
- (খ) ট্রেজারার;
- (গ) সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডীন;
- (ঘ) বিভাগীয় প্রধান;
- (ঙ) সিনিকেট কর্তৃক অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা সংস্থা হইতে মনোনীত একজন বিশেষজ্ঞ; এবং
- (চ) সিনিকেট কর্তৃক অন্যান্য মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ।

(৩) বাছাই বোর্ড প্রত্যক্ষ দুই বৎসর অন্তর পুনর্গঠিত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও নৃতন বোর্ড গঠন না হওয়া পর্যন্ত পূর্ববর্তী বোর্ড বলবৎ থাকিবে।

(৪) কোন বাছাই বোর্ডের সুপারিশের সহিত সিনিকেট একমত না হইলে বিষয়টি উক্ত বোর্ড কর্তৃক চ্যাসেলরের নিকট প্রেরণ করা হইবে এবং এই বিষয়ে তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত গণ্য হইবে।

(৫) কর্মচারী নিয়োগের জন্য সংবিধি দ্বারা বাছাই কমিটি গঠিত হইবে।

(৬) কোন বাছাই কমিটির মনোনীত কোন সদস্য দুই বৎসর মেয়াদের জন্য সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, তাঁহার মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার উন্নৱাধিকারী স্থলাভিষিক্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে বহাল থাকিবেনঃ

আরও শর্ত থাকে যে, পদাধিকারবলে কোন সদস্য কেবল তাঁহার স্বপদে বহাল থাকা পর্যন্ত বাছাই কমিটির সদস্য থাকিবেন।

(৭) বাছাই বোর্ডের সুপারিশের ভিত্তিতে সিভিকেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদে নিয়োগদান করিবে।

(৮) বাছাই বোর্ড বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের বিষয়ে সিভিকেটের নিকট সুপারিশ করিতে পারিবে।

(৯) সিভিকেটের পূর্বানুমোদনক্রমে, ভাইস-চ্যাপেলর সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান বা শাখা প্রধানের সুপারিশের ভিত্তিতে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক বা শাখা প্রধানের পদ ব্যতীত অন্যান্য পদের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ অনুর্বর্ষ ছয় মাসের জন্য অস্থায়ী নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবেন।

৬। (১) রেজিস্ট্রার, গ্রন্থাগারিক, পরিচালক, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এবং কর্মকর্তাগণের নিয়োগ সমপদমর্যাদাসম্পন্ন ও সমবেতনের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত বাছাই বোর্ডের সুপারিশক্রমে সিভিকেট কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন,  
যথাঃ-

- (ক) ভাইস-চ্যাপেলর, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;
- (খ) ট্রেজারার;
- (গ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত ইহার একজন সদস্য;
- (ঘ) সিভিকেটের একজন সদস্যসহ উক্ত বোর্ড কর্তৃক মনোনীত একজন বিশেষজ্ঞ; এবং
- (ঙ) চ্যাপেলর কর্তৃক মনোনীত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি।

(২) অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত কর্মকর্তা ব্যতীত অন্যান্য কর্মকর্তাগণ নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত বাছাই বোর্ডের সুপারিশক্রমে সিভিকেট কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন, যথাঃ-

- (ক) ভাইস-চ্যাপেলর, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;
- (খ) ট্রেজারার;
- (গ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত একজন ডীন;
- (ঘ) সিভিকেট কর্তৃক মনোনীত ইহার একজন সদস্য যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন চাকুরীতে নিয়োজিত নহেন;
- (ঙ) সিভিকেট কর্তৃক মনোনীত একজন বিশেষজ্ঞ; এবং
- (চ) সংশ্লিষ্ট অফিস প্রধান।

অন্যান্য কর্মকর্তাগণের কর্তব্য	৭। অন্যান্য কর্মকর্তাগণ বিশ্ববিদ্যালয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত এবং সিভিকেট ও ভাইস-চ্যাসেলর কর্তৃক প্রদত্ত কর্তব্য পালন করিবেন।
সম্মানসূচক ডিগ্রী	৮। কোন ব্যক্তিকে সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রদানের কোন প্রস্তাব একাডেমিক কাউপিল কর্তৃক সিভিকেটের নিকট প্রেরিত হইলে এবং সিভিকেট প্রস্তাবটি অনুমোদন করিলে উহা চ্যাসেলরের নিকট চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ করা হইবে এবং চ্যাসেলর কর্তৃক প্রস্তাবটি অনুমোদিত হইলে সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রদান করা যাইবে।
শিক্ষাক্রম	৯। আইন অনুযায়ী একাডেমিক কাউপিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম প্রবিধান দ্বারা নির্ধারণ করিবে।
বিভাগ	<p>১০। (১) বিভাগীয় প্রধান অন্যান্য শিক্ষকগণের সহযোগিতায় বিভাগীয় কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সমন্বয় সাধন করিবেন।</p> <p>(২) প্রত্যেক বিভাগীয় প্রধান বিভাগীয় অধ্যাপকগণের মধ্য হইতে পালাক্রমে দুই বৎসর মেয়াদের জন্য ভাইস-চ্যাসেলর কর্তৃক নিযুক্ত হইবেনঃ</p> <p>তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন বিভাগে অধ্যাপক না থাকেন তাহা হইলে ভাইস-চ্যাসেলর জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সহযোগী অধ্যাপকগণের মধ্য হইতে একজনকে পালাক্রমে বিভাগীয় প্রধান নিযুক্ত করিবেনঃ</p> <p>আরও শর্ত থাকে যে, যদি কোন বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক না থাকেন তাহা হইলে বিভাগের প্রবীনতম শিক্ষকদের মধ্য হইতে বিভাগীয় প্রধান নিয়োগ করা হইবে।</p> <p>ব্যাখ্যাঃ এই সংবিধির জন্য পদবী ও পদমর্যাদার ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হইবে এবং কোন ক্ষেত্রে পদবী ও পদমর্যাদা সমান হইলে সমপদে চাকুরীকালে দীর্ঘতার ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হইবে।</p> <p>(৩) ডীনের সাধারণ তত্ত্বাবধানে বিভাগীয় প্রধান বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকগণের সহযোগিতায় বিভাগীয় কর্মকান্ডের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সমন্বয় সাধন করিবেন।</p> <p>(৪) একাডেমিক কাউপিল এবং ভাইস-চ্যাসেলর কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশ সাপেক্ষে, বিভাগীয় প্রধান তাঁহার বিভাগে শিক্ষাদান ও গবেষণা সংগঠন ও পরিচালনার জন্য ডীনের নিকট দায়ী থাকিবেন।</p> <p>(৫) প্রত্যেক বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানের সাধারণ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইবে এবং তিনি বিভাগের রুটিন কার্যাদি সম্পাদন করিবেন।</p>

(৬) বিভাগের নীতি নির্ধারণ বিষয়াদি বিভাগীয় একাডেমিক কমিটি এবং বিভাগীয় প্ল্যানিং কমিটির আওতাভুক্ত থাকিবে।

(৭) বিভাগের সকল শিক্ষক সমন্বয়ে একাডেমিক কমিটি গঠিত হইবে  
এবং উক্ত কমিটি নিম্নবর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করিবেং:

- (ক) ছাত্র ভর্তি;  
(খ) পাঠ্যসূচী;  
(গ) পরীক্ষা;  
(ঘ) শিক্ষাদান; এবং  
(ঙ) ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা-সহায়ক কার্যাবলী।

(৮) বিভাগের মোট শিক্ষক সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষক সমন্বয়ে  
জ্যৈষ্ঠতার ভিত্তিতে বিভাগীয় প্ল্যানিং কমিটি গঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত কমিটির সদস্য সংখ্যা অন্যুন তিনজন হইতে  
হইবে।

(৯) প্ল্যানিং কমিটি নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করিবে, যথা:-

- (ক) বিভাগের সম্প্রসারণ; এবং  
 (খ) শিক্ষক, অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের সুপারিশ।

১১। রেজিস্ট্রার বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক কর্মকর্তা হইবেন, এবং তিনি-  
রেজিস্ট্রারের কর্তব্য

- (ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের দলিলপত্র ও সাধারণ সীলনোহর এবং  
সিনিকেট কর্তৃক তাঁহার তত্ত্বাবধানে অর্পিত বিশ্ববিদ্যালয়ের  
অন্যান্য সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক হইবেন;

(খ) সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস সংক্রান্ত চিঠিপত্র আদান-  
প্রদান করিবেন;

(গ) একাডেমিক কাউন্সিলের সচিব হইবেন;

(ঘ) একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় রেজিস্ট্রার সচিব হিসাবে  
উপস্থিত থাকিয়া ঐ সকল সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ এবং  
রাখণাবেক্ষণ করিবেন;

(ঙ) বক্তৃতা, হাতে-কলমে প্রদর্শন, টিউটোরিয়াল, পরীক্ষাগারের  
কাজ, গবেষণা, ব্যক্তিগত পড়াশোনাসহ একাডেমিক

শিক্ষকমন্ডলীর কাজের সময়সূচী ও ব্যক্তিগত পথ নির্দেশনার মাধ্যমে ছাত্রদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন এবং তাহাদের সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলীর তদারকীর বিষয়ে ডীন ও বিভাগীয় প্রধানের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবেন;

- (চ) ভাইস-চ্যাপ্লের কর্তৃক তাঁহার হেফাজতে ন্যস্ত সকল গোপনীয় প্রতিবেদন রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন; এবং
- (ছ) একাডেমিক কাউন্সিল এবং সিভিকেট কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত এবং ভাইস-চ্যাপ্লের কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

পরিচালক  
(গবেষণা)

১২। (১) ভাইস-চ্যাপ্লেরের সুপারিশক্রমে, শিক্ষা ও গবেষণা প্রশাসনে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ন্যূনতম সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষকগণের মধ্য হইতে সিভিকেট কর্তৃক দুই বৎসরের জন্য পরিচালক (গবেষণা) নিযুক্ত হইবেন।

(২) পরিচালক (গবেষণা) এর দায়িত্ব ও ক্ষমতা সিভিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

পরিচালক (অর্থ ও  
হিসাব)

১৩। (১) ভাইস-চ্যাপ্লেরের সুপারিশক্রমে, শিক্ষা প্রশাসন ও হিসাব কর্মকাণ্ডে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ন্যূনতম সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষকগণের মধ্য হইতে সিভিকেট কর্তৃক দুই বৎসরের জন্য পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) নিযুক্ত হইবেন।

(২) পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) এর দায়িত্ব ও ক্ষমতা সিভিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

পরিচালক (ছাত্র  
পরামর্শ ও  
নির্দেশনা)

১৪। (১) ভাইস-চ্যাপ্লেরের সুপারিশক্রমে, শিক্ষা প্রশাসনে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ন্যূনতম সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষকগণের মধ্য হইতে সিভিকেট কর্তৃক দুই বৎসরের জন্য পরিচালক (ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা) নিযুক্ত হইবেন।

(২) পরিচালক (ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা) ভাইস-চ্যাপ্লেরের নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া ছাত্রদের শৃঙ্খলা এবং শিক্ষা বহির্ভূত বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান ও তত্ত্বাবধান এবং সার্বিক কল্যাণ বিধান করিবেন।

(৩) পরিচালক (ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা) এর অন্যান্য দায়িত্ব ও ক্ষমতা সিভিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

**১৫।** (১) ভাইস-চ্যাপেলরের সুপারিশক্রমে, শিক্ষা প্রশাসনে অভিভাবক এষ্টেটে ভিত্তিতে ন্যূনতম সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষকগণের মধ্য হইতে সিভিকেট কর্তৃক দুই বৎসরের জন্য একজন প্রস্তর এবং প্রয়োজনে, সহকারী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষকগণের মধ্য হইতে এক বা একাধিক সহকারী প্রস্তর নিযুক্ত হইবেন।

(২) প্রস্তর ও সহকারী প্রস্তরের, যদি থাকে, দায়িত্ব ও ক্ষমতা সিভিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

#### **১৬। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের দায়িত্ব হইবে-**

- |   |   |
|---|---|
| <b>(ক)</b> বিভিন্ন শিক্ষাদান পদ্ধতি ও শিক্ষা উপকরণের মাধ্যমে<br>শিক্ষাদান করা;  | <b>বিশ্ববিদ্যালয়ের<br/>শিক্ষকগণের দায়িত্ব</b> |
| <b>(খ)</b> গবেষণা পরিচালনা, নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধান করা;  |   |
| <b>(গ)</b> বহিরাঙ্গন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা;   |   |
| <b>(ঘ)</b> বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্য উপকরণ প্রণয়ন,<br>পরিকাশামূহ পরিচালনা, ইছাগার এবং অন্যান্য পাঠ্যক্রমিক<br>ও সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম সংগঠনে কর্তৃকপক্ষকে সহায়তা<br>দান করা; |   |
| <b>(ঙ)</b> ছাত্রদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে পরামর্শদান ও ছাত্রদের<br>পাঠ্যক্রম অতিরিক্ত কার্যাবলীর তত্ত্বাবধান করা; এবং  |   |
| <b>(চ)</b> সিভিকেট ও ভাইস-চ্যাপেলর কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব<br>পালন করা।   |   |

**১৭।** (১) কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে তাহার উপর অর্পিত আর্থিক সুবিধা  
দায়িত্ব সফলতার সহিত সম্পাদনের স্বীকৃতিস্বরূপ অনার্জিত বেতন বৃদ্ধি প্রদান  
করা যাইবে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল দায়িত্বের জন্য আর্থিক সুবিধা প্রদান করা  
যাইবে সেই সকল দায়িত্বের মধ্য হইতে একসঙ্গে একাধিক দায়িত্ব কোন  
শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে প্রদান করা যাইবে না।

**১৮।** (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী ৬০ বৎসর অবসর  
বয়স পূর্তিতে অবসর গ্রহণ করিবেন।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, চ্যাপেলরের  
পূর্বানুমোদনক্রমে, সিভিকেট প্রয়োজনবোধে কোন শিক্ষকের চাকুরীর মেয়াদ ৬৫  
বৎসর বয়স পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন শিক্ষকের চাকুরীর মেয়াদ এক নাগাড়ে দুই  
বৎসরের বেশি বৃদ্ধি করা যাইবে নাঃ।

আরও শর্ত থাকে যে, কোন শিক্ষকের অবসরজনিত সুবিধাদি প্রদানের ক্ষেত্রে বর্ধিত মেয়াদ গণ্য করা যাইবে না।

আনুতোষিক

১৯। কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী অন্যন পাঁচ বৎসর কিন্তু দশ বৎসরের কম চাকুরী করার পর চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ বা পদত্যাগ করিলে বা পদ অবলুপ্তির কারণে তাঁহার চাকুরীর অবসান ঘটিলে বা তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহাকে বা তাঁহার পরিবারকে তিনি যত বৎসর চাকুরী করিয়াছেন উহার প্রতি পূর্ণ বৎসরের জন্য দুই মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ তাঁহার সর্বশেষ গ্রহীত বা প্রাপ্য মাসিক মূল বেতনের হার অনুযায়ী সমপরিমাণ অর্থ আনুতোষিক হিসাবে প্রদান করা হইবে।

অবসর ভাতা

২০। কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী অন্যন দশ বৎসর চাকুরী করার পর অবসর গ্রহণ বা পদত্যাগ করিলে অথবা তাঁহার মৃত্যু হইলে বা পদ অবলুপ্তির কারণে তাঁহার চাকুরীর অবসান ঘটিলে অনুরূপ ক্ষেত্রে কোন সরকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারী সম্পর্কে সরকার, সময় সময়, অবসর ভাতার যে হার নির্ধারণ করে সেই হারে তাঁহাকে বা, তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার পরিবারকে অবসর ভাতা প্রদান করা হইবে।

সাধারণ ভবিষ্য  
তহবিল

২১। (১) বিশ্ববিদ্যালয় উহার শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য একটি সাধারণ ভবিষ্য তহবিল গঠন করিবে এবং শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর বিধান মোতাবেক উক্ত তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন।

(২) সরকার কর্তৃক উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিল সম্পর্কে প্রণীত বিধিমালা, প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

কল্যাণ তহবিল,  
ট্রান্স বোর্ড ও  
তহবিল ব্যবস্থাপনা

২২। (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিনা বেতনে ছুটিকালীন সময় ব্যতীত কর্মরত থাকাকালীন সকল সময়ের জন্য মাসিক ভিত্তিতে কল্যাণ তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন, তবে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক কোন চাঁদা প্রদেয় হইবে না, যথাঃ-

- (ক) ষাট বৎসরের বেশী বয়সে কোন ব্যক্তি নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে সেই ব্যক্তি;
- (খ) সরকার কর্তৃক প্রেষণে নিয়োজিত ব্যক্তি;
- (গ) খনকালীন ভিত্তিতে নিয়োজিত ব্যক্তি;
- (ঘ) অঙ্গীয়া ভিত্তিতে অথবা ছুটিজনিত শূন্য পদে নিয়োজিত ব্যক্তি;

(৫) সরকার বা কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইতে পেনশনভোগী ব্যক্তি।

(২) কল্যাণ তহবিলে চাঁদা প্রদানের হার হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

- (ক) শিক্ষক-মূল বেতনের ১%;
- (খ) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা- মূল বেতনের ০.২৫%;
- (গ) তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী- মূল বেতনের ০.২৫%;
- (ঘ) চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী- মূল বেতনের ০.১২৫%:

তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাস্টি বোর্ড, সময় সময়, সিভিকেটের সম্মিলিতে, উক্ত হার পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(৩) নিম্নবর্ণিত উৎসগুলি হইতে প্রাপ্ত অর্থ সমন্বয়ে কল্যাণ তহবিল গঠিত হইবে, যথাঃ-

- (ক) শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মাসিক বেতন বিল হইতে তহবিলের চাঁদা হিসাবে আদায়কৃত অর্থ;
- (খ) বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাপ্ত অনুদান;
- (গ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান; এবং
- (ঘ) কল্যাণ তহবিলের অর্থ বিনিয়োগের ফলে প্রাপ্ত মুনাফা এবং সুদসহ সকল আয়।

(৪) কোন তফসিলি ব্যাংকে কল্যাণ তহবিলের নামে একটি হিসাব খাত খুলিয়া তহবিলের সকল অর্থ উক্ত হিসাবে জমা করিতে হইবে।

(৫) ট্রাস্টি বোর্ড হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত এক বা একাধিক ব্যক্তি ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও তৎকর্তৃক আরোপিত কোন শর্ত থাকিলে তাহা সাপেক্ষে, উক্ত হিসাব হইতে টাকা উত্তোলনসহ উহা পরিচালনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করিবেন।

(৬) কল্যাণ তহবিলের টাকা প্রতি মাসের প্রথমার্ধে উক্ত হিসাবে জমা করিতে হইবে।

(৭) ট্রেজারার প্রতি অর্থবৎসরে কল্যাণ তহবিলের সুবিধাভোগীগণকে প্রদেয় অর্থের সম্ভাব্য পরিমাণ আনুমানিক হিসাবের ভিত্তিতে নির্ধারণ করিবেন এবং উক্ত পরিমাণ অর্থ সিভিকেট কর্তৃক নির্ধারিত সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করিতে হইবে; এই বিনিয়োগ বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে হইবে, তবে কোন সিকিউরিটিতে কি পরিমাণ অর্থ কি শর্তে বিনিয়োগ করা হইবে তাহা ট্রাস্টি বোর্ড নির্ধারণ করিবে।

(৮) ট্রেজারার অর্থ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে তহবিলের সকল অর্থের হিসাব-নিকাশ সুস্পষ্টভাবে রক্ষণ করিবেন এবং উক্ত হিসাব-নিকাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য হিসাব-নিকাশের ন্যায় একই সঙ্গে সরকারী নিরীক্ষকগণ কর্তৃক নিরীক্ষিত হইবে, তবে বিশ্ববিদ্যালয় নিজেই এই তহবিলের হিসাব-নিকাশের প্রাক-নিরীক্ষা করিতে পারিবে।

(৯) নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক কল্যাণ তহবিল পরিচালিত হইবে, যথাঃ-

- (ক) ভাইস-চ্যাসেলর, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;
- (খ) সিভিকেট কর্তৃক মনোনীত সিভিকেটের একজন সদস্য;
- (গ) ভাইস-চ্যাসেলর কর্তৃক মনোনীত দ্বিতীয় সদস্য;
- (ঘ) রেজিস্ট্রার; এবং
- (ঙ) ট্রেজারার, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(১০) কল্যাণ তহবিল হইতে আর্থিক মঞ্চুরী পাওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী বা তাঁহাদের পরিবারবর্গের দাবী মিটানো, মঞ্চুরী অনুমোদন এবং তহবিলের অর্থ ও অন্যান্য সম্পদের যথাযথ প্রয়োগ ও ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যয়সহ প্রয়োজনীয় এবং আনুষাংগিক সকল কাজ করিবার বা কেরাইবার ক্ষমতা ট্রাস্টি বোর্ডের থাকিবে এবং ট্রাস্টি বোর্ড আইন, তদাধীন প্রণীত অন্যান্য বিধি এবং এই সংবিধি অনুসারে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।

(১১) ট্রাস্টি বোর্ডের সভা বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

(১২) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে তহবিল হইতে আর্থিক মঞ্চুরী প্রদান করা যাইবে, যথাঃ-

- (ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী দৈহিক বা মানসিক বৈকল্যের কারণে চাকুরীচ্ছত হইলে, তাঁহাকে, অথবা তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার পরিবারকে;
- (খ) চাকুরীরত থাকাকালে কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মৃত্যু হইলে, তাঁহার পরিবারকে;
- (গ) কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বয়স ষাট বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তিনি অবসর গ্রহণ করিলে এবং তিনি ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়কাল চাকুরী করিয়া থাকিলে, তাঁহাকে বা তাঁহার পরিবারকে;

- (ঘ) শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের জন্য কল্যাণকর হয় এমন যে কোন উদ্দেশ্যে, যাহা ট্রাস্ট বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হইবেঃ  
তবে শর্ত থাকে যে,
- (অ) এইরপ আর্থিক মঙ্গুরী অনধিক দশ বৎসর মেয়াদের জন্য প্রদেয় হইবে অথবা উক্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী জীবিত থাকিলে যে তারিখে তাঁহার বয়স ষাট বৎসর পূর্ণ হইবে সেই তারিখ পর্যন্ত এই দুইয়ের মধ্যে যে মেয়াদ কম হয় সেই মেয়াদের জন্য;
- (আ) কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী আর্থিক মঙ্গুরী আংশিকভাবে উত্তোলন করিবার পর মৃত্যুবরণ করিলে যেদিন তিনি উক্ত মঙ্গুরী প্রথম উত্তোলন করিয়াছিলেন সেইদিন হইতে উক্ত দশ বৎসর মেয়াদ গণনা করা হইবে;
- (ই) কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পরিবার যাহাতে এই উপ-অনুচ্ছেদের অধীন আর্থিক মঙ্গুরীর সুবিধা গ্রহণ করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার চাকুরীতে বহাল থাকাকালেই ট্রাস্ট বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ছকে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারিবেন এবং উক্ত মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ পরিবারের পক্ষে আর্থিক মঙ্গুরী গ্রহণ করিতে পারিবেন; এবং কেন ক্ষেত্রে এইরপ মনোনয়ন না থাকিলে ট্রাস্ট বোর্ড এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(১৩) এই অনুচ্ছেদ অনুসারে যে সকল বিষয় ট্রাস্ট বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হইবে সেই সকল বিষয়ে এবং এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে ট্রাস্ট বোর্ড লিখিত আদেশ দ্বারা প্রয়োজনীয় ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

২৩। অন্য কোনভাবে কর্তৃপক্ষের সভার কোরাম নির্ধারণ করা না হইলে, কর্তৃপক্ষের সভার  
প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের সভায় উহার মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের  
উপস্থিতি দ্বারা সংশ্লিষ্ট সভার কোরাম হইবে এবং এই ব্যাপারে প্রত্যেক  
ভগ্নাবশকে পূর্ণ সংখ্যা হিসাবে গণনা করা হইবে।

২৪। এই সংবিধির কোন বিধানের ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিলে সংবিধির ব্যাখ্যা  
বিষয়টির উপর সিভিকেটের প্রতিবেদনসহ উহা চ্যাপেলরের নিকট প্রেরণ করিতে  
হইবে এবং এতদ্বিষয়ে চ্যাপেলরের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।